



সাপ্তাহিক পুঁথিকা: ১৮৬
WEEKLY BOOKLET: 186

(আমীরে আহলে সুন্নাত দুর্গতি প্রক্রিয়া এর লিখিত কিতাব
“ফরযানে সুন্নাত” থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর অংশ)

ড্রাইভারের মৃত্যু



শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
সা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হ্যরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ হুসেইয়াজ আসার কাদ্রী রিয়া

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ط إِسْمُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

দ্রাহিতারের মৃত্যু

আতারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই “দ্রাহিতারের মৃত্যু” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ঈমান ও নিরাপত্তা সহকারে মদীনায় প্রিয় মাহবুব চুলওয়ায় শাহাদত এর জুলওয়ায় শাহাদত এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করো।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَكْمَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

অতুলনীয় ফিরিশতা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক একজন ফিরিশতা আমার কবরে (Grave) নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, ব্যস, কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউই আমার প্রতি দরজে পাক পাঠ করবে তবে সে আমাকে তার ও তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করবে। সে বলে; অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দরজে পাক পাঠ করেছে।

(মাজমাউয় যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ !

দরদ শরীফ পাঠকারী কিরণ সৌভাগ্যবান
 যে, তার পিতার নামসহ রাসূলে পাক ﷺ এর
 দরবারে উপস্থাপিত হয়ে যায়। এখানে এই বিষয়টি খুবই
 উন্মান সতেজকারী যে, কবরে আনওয়ারে عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 উপস্থিত ফিরিশতাকে যদি এত বেশি শ্রবণশক্তি দেয়া হয় যে,
 সে দুনিয়ার কোণায় কোণায় একই সময়ে দরদ শরীফ
 পাঠকারী লাখো লাখ মুসলমানের অত্যন্ত নিম্নস্বরও (Low
 Voice) শুনে নিতে পারে এবং তাঁকে ইলমে গাইবও
 (Knowledge of Unseen) দান করা হয়েছে যে, সে শুধু
 দরদে পাক পাঠকারীর নাম নয় বরং তাদের পিতাদের
 নামসহ জেনে যায়। যখন প্রিয় নবী ﷺ এর
 দরবারের খাদেমের শ্রবণশক্তি এবং ইলমে গাইবের এই
 অবস্থা হয় তবে আপন উম্মতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী
 নবী ﷺ এর ক্ষমতা ও ইলমে গাইবের শান
 কিরণ হবে! কেনইবা প্রিয় নবী ﷺ গোলামদের
 চিনবেন না এবং কেনইবা তাদের ফরিয়াদ শুনে আল্লাহ
 পাকের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাহায্য করবেন না!

মে কুরবাঁ ইস আদায়ে দস্তগীরি পর,
 মেরে আকু মদদ কো আ'গেয়ে জব ভী পুকারা ইয়া রাসূলাল্লাহ!

صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ ! صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ !

খাওয়াও ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “খাবার” আল্লাহ পাকের অনেক প্রিয় একটি নেয়ামত, এতে আমাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের স্বাদও রাখা হয়েছে। ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী হালাল খাবার খাওয়া সাওয়াবের কাজ, মুফাসসীরে কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “খাওয়া” ও মুমিনের জন্য আল্লাহ পাকের ইবাদত। তিনি আরো বলেন: দেখুন, বিবাহ করা আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত عَلَيْهِمُ السَّلَام সায়িয়দুনা ইয়াহইয়া بِالْمَنَّ বিবাহ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ও হ্যরত সায়িয়দুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ করেননি, তবে খাবার খাওয়া এমন একটি সুন্নাত যে, তা হ্যরত সায়িয়দুনা আদম সফীউল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ থেকে হ্যরত সায়িয়দুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পর্যন্ত সকল নবীগণ অবশ্যই খাবার খেয়েছেন। যে ব্যক্তি অনশন ধর্মঘট (Hunger Strike) করে ক্ষুধায় মারা যায়, তার হারাম মৃত্যু হলো। (তাফসীরে নঙ্গী, ৮/৫১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আহার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধৈর্যধারণকারী রোয়াদারের মতোই।

(তিরমিয়ী, ৮/২১৯, হাদীস ২৪৯৪)

হালাল গ্রাসের ফয়েলত

যদি আমরা আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হ্যুর পুরনূর
এর সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খাই, তবে এতে
আমাদের জন্য অসংখ্য বরকত রয়েছে।

হ্যরত সায়িদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন
মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إহইয়াউল উলুমের
দ্বিতীয় খন্ডে এক বুরুর্গ এর বাণী উন্নত করেন:
মুসলমান যখন খাবারের প্রথম গ্রাস আহার করে, তার পূর্বের
গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় আর যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের
জন্য অপমানজনক স্থানে যায়, তার গুনাহ গাছের পাতার মত
বারতে থাকে। (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ২/১১৬)

খাবারের নিয়ত কিভাবে করবো

খাওয়ার সময় ক্ষুধা লাগা সুন্নাত। খাওয়ার সময় এ
নিয়ত করে নিন: ইবাদত করার শক্তি অর্জনের জন্য খাচ্ছি।
খাওয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণ যেনো না হয়। হ্যরত
সায়িদুনা ইবাহীম বিন শাহিবান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ৮০
বৎসর পর্যন্ত কোন কিছুই শুধুমাত্র নফসের স্বাদ লাভের
উদ্দেশ্যে খাইনি। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫) কম খাওয়ার নিয়তও
করুন, তবেই ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের নিয়ত সঠিক
হবে, কেননা পেট ভরে খাওয়াতে ইবাদতে উল্টো বাধার সৃষ্টি

হয়! কম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এ ধরণের মানুষের খুব কমই ডাক্তারের প্রয়োজন হয়।

খাবার কতৃকু খাওয়া উচিত

আল্লাহ পাকের সত্য নবী ﷺ ইরশাদ করেন: মানুষ নিজের পেটের চেয়ে অধিক মন্দ থালা ভর্তি করে না, মানুষের জন্য কয়েকটি গ্রাসই (Morsels) যথেষ্ট, যা তার পিটকে (Back) সোজা রাখে। যদি এরূপ করতে না পারে, তবে এক তৃতীয়াংশ ($\frac{1}{3}$) খাবার, এক তৃতীয়াংশ পানি আর এক তৃতীয়াংশ (বাতাস) নিঃশ্বাসের জন্য (যেন) হয়। (ইবনে মাজাহ, ৪/৮৮, হাদীস ৩৩৪৯)

নিয়তের গুরুত্ব

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীসে পাক হলো: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْبَيْنَاتِ অর্থাৎ নিশ্চয় কর্মফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী, ১/৫, হাদীস ১)

যে আমল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তাতে সাওয়াব লাভ হয়, রিয়া অর্থাৎ যদি লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে ঐ আমল গুনাহের কারণ হয়ে যায় আর যদি কোন কিছুরই নিয়ত না থাকে, তবে সাওয়াবও হবে না, গুনাহও হবে না। যদিও সেই আমল মৌলিকভাবে

স্বয়ং মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয়) হয়, যেমন; কেউ কোন হালাল বন্ধ; ধরন আইসক্রীম বা মিষ্টি অথবা রংটি খেলো আর তাতে কোন ধরণের নিয়ত করলো না, তখন সাওয়াবও লাভ হবে না, গুনাহও হবে না। তবে কিয়ামতের দিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। যেমনটি **রাসূল পাক ﷺ ইরশাদ করেন:** حَلَّتْ حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ অর্থাৎ তার হালালের ক্ষেত্রে হিসাব হবে আর হারামের ক্ষেত্রে আযাব হবে।

(ফিরদাউস বিমাসূরুল খাভাব, ৫/২৮৩, হাদীস ৮১৯২)

সুরমা কেন লাগালো?

আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদদাতা প্রিয় নবী **ইরশাদ করেন:** নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষ থেকে তার প্রতিটি কাজ এমনকি চোখের সুরমার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০/৩১, হাদীস ১৪৪০৮)

অতএব নিরাপত্তা (Safety) এতেই যে, প্রতিটি মুবাহ (জায়িয়) কাজে ভাল ভাল নিয়ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। যেমনটি এক বুরুগ **বলেন:** আমি প্রতিটি কাজে নিয়ত করতে পছন্দ করি, এমনকি পানাহার, ঘুমানো ও শৌচাগারে যাওয়ার জন্যও। (ইহইয়াউল উলূম, ৪৪/১২৬)

রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: مُسْلِمَانَ نِيَّاتِهِ
মুসলমানের নিয়ত (Intention) তার আমলের চেয়ে উত্তম।
(মু'জামু কাবীর, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২) নিয়ত অন্তরের ইচ্ছাকে বলা হয়,
মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয় বরং কেউ মুখে নিয়তের
শব্দাবলী উচ্চারণ করলো কিন্তু অন্তরে ইচ্ছা বিদ্যমান নেই
তবে সেটাকে নিয়তই বলা হবে না এবং এতে সাওয়াবও
লাভ হবে না। খাবার খাওয়ার ৪৩টি নিয়ত উপস্থাপন করছি,
এ থেকে অবস্থা অনুযায়ী এবং যতগুলো সম্ভব হয় করে নেয়া
উচিত। এটাও আরয করছি যে, এই নিয়তগুলো শেষ নয়
বরং নিয়তের ব্যাপারে জ্ঞানীরা এর মাধ্যমে আরো অনেক
নিয়ত বের করে নিতে পারবে। নিয়ত যত বেশী হবে
সাওয়াবও তত বেশী অর্জন হবে। ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

খাবারের ৪৩টি নিয়ত

- (১,২) খাওয়ার পূর্বে ও পরে অযু করবো (অর্থাৎ হাত
মুখের অগ্রভাগ ধুয়ে নিবো ও কুলি (Mouth-Rinse) করবো)
- (৩) খাবার খেয়ে ইবাদত
- (৪) তিলাওয়াত
- (৫) পিতামাতার
সেবা
- (৬) ইলমে দ্বীন অর্জন
- (৭) সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য
মাদানী কাফেলায় সফর
- (৮) এলাকায়ী দাওয়ায় অংশগ্রহণ
- (৯) আখিরাতের কাজ
- (১০) প্রয়োজনে হালাল উপার্জনের

জন্য পরিশ্রমের শক্তি অর্জন করবো (এ নিয়তগুলো তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া হবে। পেট ভর্তি করে খেলে উল্টো ইবাদতে অলসতার সৃষ্টি হয়, গুনাহের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ও পেটে গড়গোল সৃষ্টি হয়)। (১১) জমিনের উপর (১২) সুন্নাতের অনুসরনে (Following Sunnah) দস্তরখানায় (১৩) (চাদর কিংবা জামার আঁচল দ্বারা) পর্দার উপর পর্দা করে (১৪) সুন্নাত অনুযায়ী বসে (১৫) খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও (১৬) অন্যান্য দোয়া পাঠ করে (১৭) তিন আঙুল দ্বারা (১৮) ছোট ছোট গ্রাস বানিয়ে (১৯) ভালভাবে চিবিয়ে খাবো (২০) প্রত্যেক গ্রাসে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করবো (অথবা প্রতিটি লোকমার শেষে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও প্রতিটি গ্রাসের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করবো)। (২১) যেসব খাবারের টুকরো ইত্যাদি পড়েছে তা তুলে খেয়ে নেবো (২২) প্রত্যেকটি রুটির অংশ তরকারীর পাত্রের উপর ছিঁড়বো (যাতে রুটির ক্ষুদ্র অংশগুলো এ পাত্রেই পড়ে) (২৩) হাঁড় ও গরম মসলা ইত্যাদি ভালভাবে পরিস্কার করে ও চেটে খাওয়ার পরই ফেলবো (২৪) ক্ষুধা থেকে কম খাবো। (২৫) পরিশেষে সুন্নাত আদায়ের নিয়তে থালা ও (২৬) তিনবার আঙুল চেটে নিবো (২৭) খাবারের থালা ধুয়ে পানি পান করে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন করবো (২৮) যতক্ষণ দস্তরখানা তুলে নেয়া

হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা প্রয়োজনে উঠে যাবো না (কেননা এটাও সুন্নাত) (২৯) খাওয়ার পর আগে পরে দরূদ শরীফসহ সুন্নাত দোয়াগুলো পাঠ করবো (৩০) খিলাল করবো।

একত্রে খাওয়ার নিয়ত

- (৩১) দস্তরখানায় যদি কোন আলিম বা বয়স্কলোক উপস্থিত থাকে তবে তাঁর পূর্বে খাওয়া শুরু করবো না
- (৩২) মুসলমানের নৈকট্যের বরকত অর্জন করবো
- (৩৩) তাদেরকে মাংসের টুকরো, লাউ শরীফ, মগজ ইত্যাদি প্রদান করে তাঁদের মন খুশী করবো। (কারো প্লেটে নিজের হাতে খাবার তুলে দেয়া আদবের পরিপন্থী, কারণ যা আমরা তুলে দিলাম সম্ভবত তখন তার তা খাওয়ার আগ্রহ নাও থাকতে পারে)
- (৩৪) তাদের সামনে মুচকি হেসে সদকা করার সাওয়াব অর্জন করবো (৩৫) কাউকে মুচকি হাসতে দেখে এর সুন্নাত দোয়া পাঠ করবো (কাউকে মুচকি হাসতে দেখে পাঠ করার দোয়া: ﴿سَبَّّ اللَّهَ مُصْحِّحًا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাকে সদা হাস্যোজ্জল রাখুক। (বুখারী, ৪/৪০৩, হাদীস ৩২৯৪)) (৩৬) খাবার খাওয়ার নিয়ত ও (৩৭) সুন্নাত সমূহ বলবো (৩৮) সুযোগ পেলে খাওয়ার পূর্বের ও (৩৯) পরের দোয়াগুলো পড়াবো (৪০) খাবারের উত্তম অংশ যেমন; মাংসের টুকরো ইত্যাদির লোভ থেকে নিজেকে রক্ষা করে তা অন্যকে ইছার করবো (দিয়ে দিবো)

(প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই বস্তু যা তার প্রয়োজন, অন্যকে দিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। (ইতিহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ১/৭৭৯)) (৪১) তাঁদেরকে খিলাল ও (৪২) তিনি আঙুলে খাওয়ার অনুশীলন করানোর জন্য রাবার ব্যান্ড উপহার হিসাবে দিবো। (৪৩) খাবারের প্রতিটি গ্রাসে সম্ভব হলে উচ্চস্বরে এ নিয়ন্তে يَا وَاجْدٌ পাঠ করবো, যেন অন্যান্যদেরও স্মরণে এসে যায়।

খাবারের অযু অভাব দূর করে

রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: খাওয়ার পূর্বে ও পরে অযু করা অভাবকে (Dependency) দূর করে দেয় আর এটা নবী-রাসূলগণের عَنِيهِمُ الظُّلُوةُ وَ السَّلَامُ সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। (মুঁজাম আওসাত, ৫/২৩১, হাদীস ৭১৬৬)

খাওয়ার অযু ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি করে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহ পাক তার ঘরে কল্যাণ (মঙ্গল) বৃদ্ধি করে দিক, তবে যখন খাবার দেয়া হয়, তখন যেনো সে অযু করে নেয় এবং যখন খাবার তুলে নেয়া হয় তখনও যেনো অযু করে নেয়। (ইবনে মাজাহ, ৪/৯, হাদীস ৩২৬০)

খাওয়ার অযুর সাওয়াব

উম্মুল মুমিনীন হ্যরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা
খেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ
করেন: খাওয়ার পূর্বে অযু করলে একটি সাওয়াব আর
খাওয়ার পর অযু করলে দু'টি সাওয়াব।

(জামে সগীর, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত
ইত্যাদি ধোয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করা উচিত নয়। আল্লাহর
শপথ! “একটি নেকী” এর আসল অবস্থা কিয়ামতের দিনই
জানা যাবে, যখন কারো শুধুমাত্র একটিমাত্র নেকীই কম হবে
আর সে নিজের প্রিয়জনদের নিকট শুধুমাত্র একটি নেকী
চাইবে অথচ দেয়ার জন্য কেউ রাজী হবে না।

শয়তান থেকে ছিফায়ত

রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: খাবারের
পূর্বে ও পরে অযু (অর্থাৎ হাত-মুখ ধোয়া) রিযিকে প্রশস্ততা
(Affluence) আনে আর শয়তানকে দূর করে দেয়।

(কানযুল উম্মাল, ১০/১০৬, হাদীস ৪০৭৫৫)

রোগব্যাধি থেকে হেফাজতের ব্যবস্থাপত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার অযু দ্বারা নামায়ের
অযু উদ্দেশ্য নয় বরং এতে উভয় হাত কজি পর্যন্ত ও মুখের

অগভাগ ধোয়া আৱ কুলি কৱা উদ্দেশ্য। হ্যৱত মুফতী আহমদ ইয়াৱ খাঁ^{رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ} বলেন: তাওৱাত শৱীকে খাওয়াৱ পূৰ্বে ও খাওয়াৱ পৱে দু'বাৱ হাত ধোয়া ও কুলি কৱাৱ নিৰ্দেশ ছিলো কিন্তু ইছুদীৱা শুধুমাত্ৰ পৱেৱটি রেখেছে আৱ খাওয়াৱ পূৰ্বে আমলটিৱ আলোচনা মুছে দিয়েছে। খাওয়াৱ পূৰ্বে হাত ধোয়া, কুলি কৱাৱ জন্য অনুপ্রাণিত এজন্য কৱা হয়েছে যে, সাধাৱনত কাজ-কৰ্মেৱ কাৱণে হাত ময়লা, দাঁত ময়লা হয়ে যায় আৱ খাওয়াৱ কাৱণে হাত-মুখ ভিজে যায়, অতএব উভয় সময়ে তা পৱিষ্ঠাকৱ কৱা উচিত। খাবাৱ খেয়ে কুলিকাৱী ব্যক্তি^{اللهُ أَعْلَمُ} দাঁতেৱ মাৱাত্তক রোগ পায়ৱিয়া (Pyorrhea) থেকে নিৱাপদ থাকবে, অযুৱ সময় মিসওয়াকে অভ্যন্ত ব্যক্তি দাঁত ও পাকস্থলীৱ রোগ থেকে রক্ষা পাবে। খাওয়াৱ সাথে সাথেই প্ৰস্বাব কৱাৱ অভ্যাস গড়ুন, এতে মুত্রথলীৱ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা পৱীক্ষিত।

(মিৱাতুল মানাজিহ, ৬/৩২)

ড্রাইভারেৱ রহস্যজনক মৃত্যু

প্ৰিয় ইসলামী ভাইয়েৱা! নিঃসন্দেহেই সুন্নাতেৱ মাৰোই মহত্ত বিদ্যমান, যেভাবে সুন্না�তেৱ উপৱ আমল কৱাতে সাওয়াব অৰ্জিত হয় অনুৱপত্তাবে এৱ পাৰ্থিব উপকাৱও হয়ে থাকে। খাওয়াৱ পূৰ্বে উভয় হাত কজি পৰ্যন্ত

ধুয়ে নেয়া সুন্নাত। মুখের অগ্রভাগ ধুয়ে নেয়া ও কুলি করে নেয়া উচিত। যেহেতু হাত দ্বারা নানা ধরণের কাজ করা হয় আর তা বিভিন্ন বস্তুর সাথে লেগে থাকে, অতএব এতে ময়লা আবর্জনা ও বিভিন্ন ধরণের জীবাণু লেগে যায়। খাওয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে নেয়াতে এগুলো পরিস্কার হয়ে যায়, আর এই সুন্নাতের বরকতের কারণে আমাদের অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়ে যায়। খাওয়ার পূর্বে ধোয়া হাত মুছবে না, কারণ তোয়ালে ইত্যাদিতে থাকা জীবাণু হাতে লেগে যেতে পারে। কথিত আছে; একজন ট্রাক-ড্রাইভার হোটেলে খাবার খেলো আর খাওয়ার সাথে সাথেই ছটফট করতে করতে মারা গেলো। অন্যান্য অনেক মানুষও এ হোটেলে খাবার খেয়েছে কিন্তু তাদের কিছুই হলো না। তদন্ত শুরু হলো, কেউ বললো: ড্রাইভার খাওয়ার পূর্বে হোটেলের পাশে টায়ার চেক করেছিলো, অতঃপর হাত না ধুয়েই সে খাবার খেয়েছিলো। সুতরাং ট্রাকের টায়ার চেক করা হলো, দেখা গেলো যে, চাকার নীচে একটি বিষাক্ত সাপ পিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, যার বিষ টায়ারে ছড়িয়ে আছে আর তা ড্রাইভারের হাতে লেগেছিলো, হাত না ধোয়ার কারণে খাবারের সাথে ঐ বিষ পেটে চলে যায়, যা ড্রাইভারের হঠাত মৃত্যুর কারণ হলো।

আল্লাহ কি রহমত সে সুন্নাত মে শারাফত হে
সরকার কি সুন্নাত মে হাম সব কি হিফায়ত হে

صَلَوٰةٌ عَلٰى الْحَبِيْبِ!

বাজারে খাওয়া

রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: বাজারে
খাবার খাওয়া মন্দ (কাজ)। (জামে সগীর, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩০৭৩)
বাহারে শরীয়াতের লিখক, হ্যরত মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ
আলী আয়মী رحمةُ اللہِ عَلَيْهِ বলেন: রাস্তায় ও বাজারে খাওয়া
মাকরহ। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

বাজারের রুটি

হ্যরত সায়িদুনা ইমাম বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ঘারনূজী
বলেন: ইমামে জলীল হ্যরত সায়িদুনা মুহাম্মদ
বিন ফযল শিক্ষা অর্জনের সময় কখনোই বাজার
থেকে খাবার খাননি। তাঁর সম্মানিত পিতা প্রতি শুক্ৰবার
নিজের ঘাম থেকে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। একবার
যখন তিনি খাবার দিতে আসেন তখন ছেলের কক্ষে বাজারের
রুটি দেখে খুবই অসম্পৃষ্ট হলেন এবং নিজের ছেলের সাথে
কথা পর্যন্ত বললেন না। সাহেবজাদা (ছেলে) ক্ষমা চেয়ে
আরয করলো: আববাজান! এ রুটি বাজার থেকে আমি

আনিনি, আমার বন্ধু নিষেধ করা সত্ত্বেও কিনে এনেছিলো।
সম্মানিত পিতা এ কথা শুনে ধরক দিয়ে বললেন: যদি
তোমার মধ্যে খোদাভীতি থাকতো তবে তোমার বন্ধুর কথনে
এরূপ করার সাহস হতো না।

(তালীমুল মুতাআলিম তারীকৃত তাআ'হ্ম, ৬৭ পৃষ্ঠা)

বাজারের খাবার বরকতশূন্য হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো!
আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَيْنَ তাকওয়ার প্রতি কিরণ
খেয়াল রাখতেন আর নিজের সন্তানকে কিরণ উত্তম প্রশিক্ষণ
দিতেন যে, হোটেল ও বাজারের খাবার তাদেরকে খেতে
দিতেন না। হ্যরত ইমাম যারনূজী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বললেন: যদি
সম্ভব হয় তবে অনুপকারী খাবার ও বাজারের খাবার থেকে
বেঁচে থাকা উচিত, কেননা বাজারের খাবার মানুষকে খিয়ানত
ও অপবিত্রিতার নিকটবর্তী ও আল্লাহর যিকির থেকে দূর করে
দেয়। এর কারণ হলো, বাজারের খাবারের উপর গরীব ও
ফকীরদের দৃষ্টি পড়ে আর তারা নিজেদের অসচ্ছলতা ও
দারিদ্র্যতার কারণে যখন ঐ খাবার কিনতে পারে না, তখন
তাদের অন্তর ব্যথিত হয় আর সে কারণে ঐ খাবার থেকে
বরকত উঠে যায়। (তালীমুল মুতাআলিম তারীকৃত তাআ'হ্ম, ৮৮ পৃষ্ঠা)

হোটেলে খাওয়া কেমন?

বাজারে, ঠেলাগাড়ী ও ট্রলী ইত্যাদি থেকে নানা ধরণের মজাদার খাবারের স্বাদ গ্রহণকারীরা এ ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। যখন বাজারে খাওয়াটা এক্সপ মন্দ তখন সিনেমার গানের সূরে হোটেলের ভেতর সময়ে অসময়ে খাওয়া, চায়ে চুমুক দেয়া ও ঠাণ্ডা পানীয় পান করা কিরূপ দোষগীয় হবে! যদি গান নাও বাজে তবুও হোটেলের পরিবেশ প্রায়ই উদাসীনতাপূর্ণ হয়ে থাকে, সেসব স্থানে গিয়ে বসা ভদ্র ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের মর্যাদার উপযুক্ত নয়। অতএব প্রয়োজনেও খাবার কিনে কোন নিরাপদ স্থানে বসে খাওয়াতেই মঙ্গল রয়েছে। তবে হ্যাঁ, যে অসহায় সে অপারাগ। কিন্তু যখন হোটেলে সিনেমা নাটক বা গান-বাজনা চলে তখন সেখানে যাবেন না, কেননা জেনে শুনে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনা গুনাহ। যেমনটি

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

হযরত সায়িদুনা আল্লামা শামী رحمهُ اللہ عَلَيْهِ বলেন: (হেলে দুলে শরীর বাঁকিয়ে) নাচা, হাসি-তামাসা করা, তালি বাজানো (Clapping Hands), সেতারা বাজানো, বারবাত (Oud), বেহালা (Violin), রাবার (Rebab), বাঁশি (Flute),

কানূন (একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম), নুপুর, ভিউগল বাজানো মাকরাহে তাহরীমী (অর্থাৎ হারামের নিকটবর্তী), কেননা এগুলো কাফিরদের সংস্কৃতি (Tradition), তাছাড়া বাঁশি ও (বাদ্যের) অন্যান্য সরঞ্জামের আওয়াজ শুনাও হারাম, যদি কেউ হঠাতে শুনে ফেলে তবে সে অপারগ । (রদ্দুল মুখতার, ৯/৫৬৬)

কানে আঙ্গুল দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সকল মুসলমানরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যারা হামদে বারি তায়ালা, নাতে মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও সুন্নাতে ভরা বয়ান তো শুনে থাকে কিন্তু সিনেমার গান ও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কানে আসলে খোদাভীতির কারণে তা না শুনার পূর্ণ চেষ্টা করে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি দূরে সরে যায়। যেমনটি (মহান তাবেয়ী বুযুর্গ) হ্যরত সায়িদুনা নাফে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: আমি ছোট বেলায় হ্যরত সায়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম, হঠাতে পথে বাজনা বাজানোর আওয়াজ আসতে লাগলো, ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ নিজের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং রাস্তার অন্যপাশে সরে গেলেন আর দূরে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন: নাফে! আওয়াজ কি আসছে? আমি

আরয় করলাম: এখন আসছে না। তখন কান থেকে আঙুল
বের করলেন এবং বললেন: একবার আমি রাসূলে পাক
এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম, প্রিয় নবী
এরপট করেছিলেন, যেরূপ আমি করলাম।

(আবু দাউদ, ৪/৩০৭, হাদীস ৪৯২৪)

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসলে তবে সরে যান

জানা গেল, যখনই বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসবে
তৎক্ষণাৎ কানে আঙুল দিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যান,
কেননা যদি আঙুলতো কানে দিলেন কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বা
বসে রইলেন বা সামান্য সরে গেলেন তবে বাদ্যযন্ত্রের
আওয়াজ থেকে বাঁচতে পারবেন না। শুধু আঙুল কানে দিলে
হবে না বরং যেকোন ভাবে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বাঁচার
যথাসাধ্য চেষ্টা করা ওয়াজিব। আফসোস! এখনতো
যানবাহন, উড়োজাহাজ, ঘর, দোকান, গলি ও বাজারসমূহ
যেখানেই যান না কেন, বাদ্যযন্ত্রের সূর ও গানের আওয়াজ
শুনা যায় আর যেসকল আশিকে রাসূল কানে আঙুল দিয়ে
দূরে সরে যায় তাকে নিয়ে উপহাস করা হয়।

ওহ দো'র আয়া কেহ দিওয়ানায়ে নবী কেলিয়ে
হার এক হাত মে পাত্র দেখায়ী দেতা হে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাঁওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততায় জীবনে এমন আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটে যে, প্রায় ইসলামী ভাইদেরকে বলতে শুনা গেছে, আমরা যদি আরো আগেই দাঁওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ পেতাম! দাঁওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে ভরা এক মাদানী বাহার দেখুন।

ঘরে দরসের বরকতময় ঘটনা

আ'কাওলার (মহারাষ্ট্র, ভারত) এক ইসলামী ভাই বদ মাযহাবী একটি পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে বদ আমলের পাশাপাশি বদ আকীদার প্রতিও ধাবিত ছিলো, একদিন তার ঘরের সবাই মিলে টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিলো, হঠাৎ তার ১৭ বছর বয়সী ছোট ভাই যে দাঁওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছিলো, সে টিভির দিকে পিঠ করে উল্টো দিকে হেঁটে রংমে প্রবেশ করলো আর নিজের কোন জিনিস আলমারী থেকে বের করে ঐ ভঙ্গিতে ফিরে গেলো। তার এ ধরণের অভিনব অবস্থা দেখে সে রাগে চিৎকার করে বলে উঠলোঃ তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যে কারণে আজ তুমি এ ধরণের অভিনব শিশুর মত আচরণ করছো! সে প্রতোত্তর না দিয়েই অন্য রংমে চলে গেলো। তার আস্মা বিষয়টি পরিষ্কার করলো যে, সে

আমাকে বলেছে যে, আমি কসম খেয়েছি, ভবিষ্যতে টিভির
দিকে তাকাবই না! সে রাগে ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলা
বন্ধ করে দিলো। সে ঘরে সবাইকে একত্রিত করে ফয়সানে
সুন্নাতের দরস দেয়া শুরু করে দিলো। সে তাতে বসতো না,
একদিন কাছাকাছি এসে বসে গেলো যে, শুনেতো দেখি সে
দরসে কি বলে! শুনে খুব ভাল লাগলো। অতএব সে প্রতিদিন
ঘরের দরসে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। ধীরে ধীরে তার
হৃদয়ের অন্ধকার দূর হতে লাগলো, অবশেষে দাঁওয়াতে
ইসলামীর সামাজিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যেতে লাগলো।
الحمد لله জ্ঞান সঠিক পথে ফিরে এলো, বদ মাযহাবীদের সহচর্য
থেকে মুক্ত হলো ও চেহারায় দাঢ়ি সাজিয়ে নিলো, তাছাড়া
বদ আকীদা সম্পন্ন বঙ্গার পথভ্রষ্টকারী ক্যাসেট, যা আগ্রহ
ভরে শুনতো, এখন সে জায়গায় মাকতাবাতুল মদীনার
প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনতে লাগলো।

বুরী সোহবতোঁ সে কানারা কাশী কর
আউর আচ্ছা কে পা'স আ'কে পা মাদানী মাহোল
তুমহে লুতফ আ'জায়েগা জিন্দেগী কা
করীব আ'কে দেখো যরা মাদানী মাহল
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!



ঈমান হিফাযতের মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো!

ঘর দরসে পরিবার-পরিজনের ঈমানের নিরাপত্তা ও আমল সংশোধনের উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য পরকালিন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে প্রতিদিন নেক আমল পুষ্টিকা পূরণ করারও ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ এই পুষ্টিকার ২৩ ও ২৪ নম্বর “সংশোধন মূলক আমল” অনুযায়ী প্রত্যেককে দৈনিক ফয়যানে সুন্নাত থেকে “ঘর দরস” ও মসজিদ দরস দেয়ার বা শুনার উৎসাহও দেয়া হয়েছে। আপনাদের সকলের নিকট ঘর দরস চালু করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

আমল কা হো জ্যবা আতা ইয়া ইলাহী!

গুনাহো সে মুবাকো বাঁচা ইয়া ইলাহী!

সাআদত মিলে দরসে ফয়যানে সুন্নাত,

কি রোযানা দু মরতবা ইয়া ইলাহী!

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কবরের আলো

দরস ও বয়ানের সাওয়াবের কথাও কী বলবো! হ্যরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ “শরহস সুদূর” এ উদ্ধৃত করেন: আল্লাহ পাক হ্যরত সায়িদুনা মুসা কালীমুল্লাহ এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন: কল্যাণের কথা নিজেও শিখুন এবং অন্যকেও শিক্ষা দিন, আমি কল্যাণের কথা শিক্ষা অর্জনকারী ও শিক্ষা প্রদানকারীর কবরকে আলোকিত করবো, যাতে তাদের কোন ধরণের ভয়-ভীতি না হয়। (হিলয়াতুল আগলিয়া, ৬/৫, হাদীস ৭৬২)

কবর আলোকিত হবে

এ বর্ণনা থেকে নেকীর বিষয় শিখা ও শিক্ষা প্রদানের সাওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে জানা গেলো। সুন্নাতে ভরা বয়ানকারী, দরসদাতা ও শুবণকারীরা তো খুবই উপকার হবে। إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تাদের কবর আলোকিত হবে ও তাদের কোনরূপ ভয়-ভীতি অনুভব হবে না। ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফেলায় সফর ও পরকালিন চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নেক আমল পুষ্টিকা প্রতিদিন পূরণ করার উৎসাহ প্রদানকারী ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত প্রদানকারী, তাছাড়া মুবাল্লিগদের নেকীর

দাওয়াত শ্রবণকারীদের কবরও প্রিয় নবী ﷺ এর
নূরের সদকায় আলোকিত হবে।

কবর মে লেহরায়েঙ্গে তা হাশর চশ্মে নূরকে
জলওয়া ফরমা হোগী জব তালআত রাসুলুল্লাহ কি।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

পরিবারের লোকদের সংশোধন করা জরুরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ও নিজের পরিবারের
লোকদের সংশোধন করা আমাদের উপর আবশ্যিক। যেমনটি
২৮তম পারা, সূরা আত তাহরীমের ৬নং আয়াতে আল্লাহ
পাক ইরশাদ করেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا قُوَّا
أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে
ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও
নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন
থেকে বাঁচাও যার জ্বালানী হচ্ছে
মানুষ ও পাথর।

الْحَمْدُ لِلّهِ ঘর দরসের মাধ্যমেও এ আয়াতে করীমায়
দেয়া নির্দেশের উপর আমল করা সম্ভব হবে। তাছাড়া এ
ব্যাপারে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা
পুস্তিকাসমূহ পাঠ করা, পাঠ করানো ও সুন্নাতে ভরা বয়ান
এবং মাদানী মুয়াকারা ঘরে চালানোও উপকারী। الْحَمْدُ لِلّهِ

সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা, বয়ানের ক্যাসেট এবং মাদানী মুযাকারার মাধ্যমেও অনেক মানুষের সংশোধনের অনেক ঘটনা রয়েছে। যেমনটি

মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকার বাহার

বাহাওয়ালপুরের (জেলা পাঞ্জাব) একজন ইসলামী ভাই স্কুলে খারাপ সংস্পর্শের কারণে সিনেমার সৌখিন ছিলো, শুধু সিনেমা দেখার জন্য অন্য শহরে যেমন; লাহোর, আউকাড়া ইত্যাদি এমনকি করাচী পর্যন্ত চলে যেতো। সিনেমার যৌন উত্তেজনাকর (SEX APEAL) দৃশ্যের অঙ্গলে **الله معاذ** বেপর্দা মেয়েদের কলেজ পর্যন্ত পিছু নেয়া এবং দাঁড়ি মুডানো তার অভ্যাস ছিলো। অঙ্গলের উপর আরো অঙ্গল যে, তার মাঝে থিয়েটারে, সার্কাস ও মৃত্যু কুপের ভেতর কাজ করার প্রবল ইচ্ছা হলো। তার পরিবার খুবই চিন্তিত ছিলো। একদিন তার পিতা দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের সাথে কথা বলে তাকে এলাকার আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরে পাঠিয়ে দিলো। শেষদিন আমীরে কাফেলা মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “কালো বিচ্ছু” পাঠ করতে দিলো, সে পড়ে কেঁপে উঠলো। তৎক্ষণাত গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়ি সাজানোর নিয়ত করে নিলো। ফিরার পর দাওয়াতে

ইসলামীর সুন্নাতে ভরা সামাজিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো এবং মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত “চল জায়েগী ইয়ে জাওয়ানী” নামক বয়ান শুনে তার অন্তরের দুনিয়াই পরিবর্তন হয়ে গেলো! ﴿لَهُ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ﴾ সে নিয়মিতভাবে নামায পড়তে লাগলো এবং দাঁওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করা শুরু করে দিলো।

ঘর দরসের মাদানী ফুল

- ★ সকল ইসলামী ভাই নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে ঘর দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করুন, কিন্তু এর জন্য জেদ বা চাপ দিবেন না, কেননা অথবা জেদ এবং রাগ করাতে কাজ বিকৃত হয়ে যায়।
- ★ ঘর দরস শুরু করার জন্য ঘরের ঐ ব্যক্তির উপর প্রথমে ইনফিরাদী কৌশিশ করুন, যার মনে আপনার জন্য সহানুভূতি রয়েছে, যদি তিনি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তবে ধীরে ধীরে অন্যান্যরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে কিন্তু এটি ধৈর্যের ব্যাপার, এতে ধৈর্য ধারন করতে হবে।

আন্তৰের দোয়া: হে আল্লাহ! আমাকে এবং যারা
ঘর দৱস দেয় তাদের সবাইকে বৱং আমাদের সবাইকে
তোমার প্ৰিয় হাৰীব صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এৱ প্ৰতিবেশে জান্নাতুল
ফেরদাউসে স্থান দাও। হে আল্লাহ! যারা ভবিষ্যতেও
দৃঢ়তাৰ সহিত দা'ওয়াতে ইসলামীৰ সাথে সম্পৃক্ত থেকে
নিয়মিত ঘৱ দৱসেৰ ব্যবস্থা কৱতে থাকবে তাদেৱ ব্যাপাৱেও
আমাৰ এই অসম্পূৰ্ণ দোয়া কবুল কৱো।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

হে তুঁৰ সে দোয়া রবে আকবৱ! মকবুল হো “ফয়যানে সুন্নাত”
মসজিদ মসজিদ ঘৱ ঘৱ পড় কৱ, ইসলামী ভাই সুনাতা রাহে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين أبا عبد الله عاصي عليه السلام وآله وآل بيته الطيبين الطاهرين

সন্তানকে স্বল্প বিবেক সম্পন্ন হওয়া থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থাপদ্ধতি

নবী করীম, রাউফুর রহীম رض
ইরশাদ করেন: “যে খাবারের পতিত
অংশ উঠিয়ে খেয়ে নিবে, সে
প্রাচুর্যের জীবন কাটাবে এবং তার
সন্তান বংশধর স্বল্প বিবেক সম্পন্ন
হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।”

(কানযুল উমাল, ১৫তম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।
ফয়যানে সুন্নাত, ২৬২ পৃষ্ঠা)



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেতু অফিস : মোলগাহাড় মোড়, গ.আর. নিজাম রোড, পাঞ্জলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৮
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সাতোলাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, বিটীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

